লিপি
শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ১৩ জুলাই ২০১৮
Siliguri• Friday• July 13, 2018
Arthik Lipi, Page 7

ডানকুনি টোলপ্লাজার মৃত শ্রমিকের পরিবারকে চাকরি ও আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি টোলপ্লাজার শ্রমিক সংগঠন এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল। আর যার জেরে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের নাম শুধু এ রাজ্য নয়, বাইরেও ছড়িয়ে পড়ছে। ডানকুনি এন এইচ আই টোলপ্লাজা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সভাপতি সুবীর মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক নিসার আলি মল্লিক সূত্রে জানা গেছে, এই টোলপ্লাজায় একটানা ২২ বছর কর্মরত ছিলেন বিহারের বাসিন্দা গৌতম সিং। হঠাৎই ১৮ জুন তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যান। গৌতমবাবুর পরিবারের সদস্যরা টোলপ্লাজা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে পরিবারের একজনের চাকরির সুযোগের জন্য আবেদন জানান। সেই মতো বুধবার রাতে ডানকুনি টোলপ্লাজায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ছাড়াও সহসম্পাদক নিতাই দে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে জানা গেছে, প্রাক্তন কর্মী গৌতমবাবুর পরিবারের সদস্যদের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর পরিবারে কোনও পুরুষ সদস্য নেই। অথচ মহিলাদের এই টোলপ্লাজায় কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। তাই সিদ্ধান্ত হয় গৌতম সিং-এর জামাইকে ওই টোলপ্লাজায় চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এর থেকেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্থির করেছেন টোলপ্লাজার ১৬১জন শ্রমিক গৌতমবাবুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকে ২ হাজার টাকা করে মোট ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করবেন। এই সিদ্ধান্তের পর সভাপতি সুবীর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক নিসার আলি মল্লিক ও সহসম্পাদক নিতাই দে জানান, ২২ বছর ধরে এই টোল প্লাজায় কর্মরত ছিলেন বিহারের সিওয়ান খড়দারা গ্রামের বাসিন্দা গৌতম সিং। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে চাকরি ও আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করা হয়। সেই মতো ঠিক হয়েছে গৌতম সিং-এর জামাই পবন সিংকে চাকরি দেওয়া হবে এবং শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে গৌতমবাবুর পরিবারের হাতে ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হবে। এইভাবে মৃত শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন টোলপ্লাজার শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ খুশি, তেমনি মৃত গৌতমবাবুর পরিবারের সদস্যরাও খুশি। এই সংবাদ পৌঁছাতেই বিহারের বাসিন্দা তথা মুখিয়া জানান, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি টোলপ্লাজার শ্রমিক ভাইয়েরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ তাঁরা নিজের পরিশ্রমের টাকা এক অসহায় পরিবারের জন্য দান করছেন।

কোন্নগর পৌরসভার গেস্ট হাউসে মধুচক্র, গ্রেফতার ১২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হুগলির কোন্নগর পৌরসভার গেস্ট হাউসে অভিযান চালাল সিআইডি। অভিযোগ, কোন্নগর স্টেশন সংলগ্ন এই গেস্ট হাউসে দীর্ঘদিন ধরে দেহব্যবসা রমরমিয়ে চলছিল। বুধবার রাতে সিআইডির ১০ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল হঠাৎই ওই গেস্ট হাউসে হানা দেয়। ঘটনাস্থল থেকে ৮ জন মহিলা ও ৪জন পুরুষকে আটক করে উত্তরপাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়াও গেস্ট হাউসের ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ১০টি মোবাইল, নগদ ১০ হাজার টাকা, নিষিদ্ধ ভিডিও ছবির ডিভিডি ইত্যাদি। গভীর রাত পর্যন্ত তদন্ত করে আরও বেশ কিছু তথ্য হাতে আসে সিআইডির। সূত্রের খবর, গেস্ট হাউসটি কোন্নগর স্টেশন সংলগ্ন হওয়ায় রমরমিয়ে চলছিল এই কারবার। দালাল মারফৎ গ্রাহক যোগাড় হত এখানে। সোস্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে

তরুণীদের ছবি পাঠানো হত গ্রাহকদের। পছন্দ হলে টাকার বিনিময়ে এই কারবার চলত। পৌরসভার এই ঘরে এক ঘন্টার ভাড়া ছিল ৪০০-৫০০ টাকা। এছাড়াও দালাল মারফৎ টাকা মেটাতে হতো গ্রাহককে। এখনও পর্যন্ত যেটা জানা গেছে, তরুণীদের বাড়ি তারকেশ্বর, শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটী এলাকায়। গ্রাহকরা বেশিরভাগই উত্তর ২৪ পরগনাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসত। পৌরসভার তিনতলার এই ফ্লোরে ৫-৬টি ঘরে গভীর রাত পর্যন্ত এই কারবার চলত। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন এই কারবারের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। পৌরসভাকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, মধুচক্র হাতেনাতে ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে নাবালিকাও রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকলকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়। সিআইডি অফিসাররা গেস্ট হাউসটি সিল করে দিয়েছেন।

প্রয়াত মোহন্ত মহারাজের স্মরণে তারকেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ তারকেশ্বর ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বুধবার বিকালে তারকেশ্বর মন্দিরের প্রয়াত ভূতপূর্ব মহারাজ শ্রী শ্রী দণ্ডীস্বামী ঋষিকেশ আশ্রম মোহন্ত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন সমিতির প্রবীন সদস্যরা। প্রসঙ্গত, ৩০ জুন শনিবার তারকেশ্বর মঠের প্রাক্তন মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী দণ্ডীস্বামী ঋষিকেশ আশ্রম মোহন্ত মহারাজ পরলোক গমন করেন। ওইদিন রাত ১১টা নাগাদ ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে কাঁকো শ্রী শঙ্কর মঠে পরলোকগমন করেন তিনি। এদিন ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এই স্মরণসভায় প্রয়াত মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি গৌতম গাঙ্গুলি, সম্পাদক স্নেহাশিস দত্ত ছাড়াও অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় মানুষ।

বলাগড়ে তৃণমূল থেকে ২০০ জন বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বলাগড় ঃ তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগদান করলেন প্রায় ২০০জন নেতা কর্মী। হুগলির বলাগড়ের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা বিশ্বনাথ মালিক ২০০জন কর্মীকে নিয়ে বিজেপি যোগদান করেন। বিজেপির হুগলি জেলা কার্যালয়ে এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। তিনি বিশ্বনাথবাবুর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। বিশ্বনাথবাবুও শপথ গ্রহণ করে বলেন, বলাগড় থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করে সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছ পরিষেবা উপহার দেবেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ঘোষ, প্রদীপ কেওড়া ও শিক্ষিকা শিবানী চ্যাটার্জীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই সম্বর্ধনার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান সুচাঁদ কারক ছাড়াও স্কুল পরিদর্শক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁদের জীবনের স্কুলের কথা তুলে ধরেন। স্কুলকে নতুনভাবে কিভাবে সাজানো যায় সে ব্যাপারে কথা বলেন।

ঠিকানার খোঁজে মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে নিয়ে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ টানাপোড়েন চলল। আর এর জেরে ওই মহিলার ভবিষ্যতের ঠিকানার কোনও ব্যবস্থাই করা গেল না। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ শহরে। সে তার নাম বলছে বীণাপাণি দাস, মা সন্ধ্যা দাস, বাবা রামপদ দাস। তবে ঠিকানা বলতে পারছে না। জানা গেছে, ওই মহিলাকে বুধবার বিকালে হঠাৎই আরামবাগ রবীন্দ্রভবন এলাকায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তখন তাঁরা তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। এরপর খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানায়। বেশ কয়েকঘন্টা পর রাত ৯টা নাগাদ আরামবাগ থানার পুলিশ ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে আরামবাগ শহরের তিরোল রোডের নবপল্লী এলাকায় আবার ওই মহিলাকে উদেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় মানুষ। তখন সেখানকার মানুষ তাকে উদ্ধার করে খাবারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর একটি ট্রলিভ্যানে উঠে পড়ে ওই মহিলা। তার কিছুক্ষণ পর আবার আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে বাসে উঠতে দেখা যায় তাকে। তখন সাংবাদিক কাকলি চট্টোপাধ্যায়ের নজরে বিষয়টি এলে তিনি ওই মহিলাকে আরামবাগ থানায় পৌঁছে দেন।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বৃহস্পতিবার হুগলি জেলা পরিষদ ভবনে ২৮জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের হাতে ফুলের তোড়া, মেমেন্টো, বই, ছাড়াও বেশ কিছু সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন জেলার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আলিম, ফাজিল ও মাদ্রাসা বোর্ডের কৃতীদেরকে এই সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পড়াশোনার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন রাজ্য কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রাবণী ধর, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী, সাহিনা সুলতানা, বিদায়ী সদস্য সমীরণ মিত্র, তারাপদ বাগ ছাড়াও অন্যান্যরা।

রাস্তার ধারে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ বৃহস্পতিবার সকালে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির হরিপাল থানার দ্বারহাটা এলাকায়। দ্বারহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পার্বতীপুর কুটির মোড়ের কাছে রাস্তার পাশে পুকুরের ঝোপে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে হরিপাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। উদ্ধার করে ওই মৃত ব্যক্তিকে। মৃতদেহের কাছেই একটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। রাস্তা পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকা এবং কাছেই বাইক পড়ে থাকায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পথ দুর্ঘটনার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হরিপাল থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণ তৃণমূল কর্মীর। ওই তৃণমূল কর্মীর নাম বিবেকানন্দ বাগ (২২)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের নৈশরাই-এর মাঝের ঢালে। তিনি এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বাবা তারক বাগ একটি হিমঘরে কাজ করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বিবেকানন্দই ছিলেন বড়। জানা গেছে, বুধবার রাতে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বর্ধমানের বুলচন্দ্রপুর এলাকায় নামিয়ে দিয়ে বাইকে করে ফিরে আসছিলেন। বর্ধমান-আরামবাগ রাস্তার উপর দিয়ে আসার সময় একটি গর্তে তাঁর বাইক পড়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি রাস্তার উপর উল্টে পড়েন। তাঁর মাথা ও কানে গুরুতর চোট লাগে। কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। বুলচন্দ্রপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও এলাকার মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাই তাঁকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জলকাদায় বেহাল গড়েরঘাট বাসস্ট্যান্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ প্রতি বছর বর্ষার সময় বেহাল হয়ে পড়ে হুগলির খানাকুলের গড়েরঘাট বাসস্ট্যান্ড। প্রতিবারই প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বাসস্ট্যান্ডকে নতুন করে গড়ে তোলার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর আবার সেই একই অবস্থা। কাজের কাজ কিছুই হয় না। এরফলে বাসকর্মী থেকে শুরু করে যাত্রীদের চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, একটু বৃষ্টি হলেই পুরো বাসস্ট্যাণ্ড এলাকা জলকাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। একেবারেই যাতায়াত করা যায় না। বাসে ওঠা নামার সময় ওই কাদাজলে পড়ে গিয়ে জামা কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই গন্তব্যে পৌঁছানোর বদলে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। তাই তাঁরা অবিলম্বে ওই বাসস্ট্যান্ড মেরামত করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলার দাবি জানান। অন্যদিকে বাসের কর্মীদের বক্তব্য, বাসস্ট্যান্ডের মধ্যে জলকাদা থাকায় তাঁরা কোনও কাজই ভালোভাবে করতে পারছেন না। দিনের বেলা তো বটেই, রাতে আরও বেশি সমস্যা দেখা দেয়। অন্ধকারে অনেকেই কাদাজলে পড়ে যান। রাতে তাঁদের গাড়ির মধ্যেই কাটাতে হয়। তাই রাতে কোনও প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হলে ওই কাদাজলের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। তাঁদেরও বক্তব্য, প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাসস্ট্যান্ড নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করুক। না হলে আগামী দিনে হয়তো এই বাসস্ট্যান্ডে বাস ঢোকা ও বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

রাস্তার নিকাশির কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হল হুগলির বৈদ্যবাটী পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে। রাস্তায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পম্পানগর বাঘের বাগান এলাকায় রাস্তার নিকাশি নর্দমা তৈরির কাজ শুরু হয়। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ খুশি।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

আসছে পুকুরের ইলিশ, আশায় খাদ্যরসিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি। আর সেই মাছ যদি ইলিশ মাছ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। বর্ষার মরসুমে নদীর ইলিশ খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি। মনের মতো বড় ইলিশ বাজারে অগ্নিমূল্য। আর খোকা ইলিশের স্বাদে মন ভরে না বাঙালির। এবার থেকে আর এই সবের জন্য অপেক্ষা নয়, আপনার পাড়ার পুকুরে মিষ্টি জলে হতে পারে আপনার সাধের ইলিশ। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেস ওয়াটার অ্যাকুয়া কালচার, কল্যাণীর সহযোগিতায় হুগলির একটি ফার্মের পুকুরে প্রায় দশ হাজার ইলিশের চারা বড় হয়ে উঠেছে। পুকুরে ছাড়ার প্রায় আড়াই মাসের মধ্যেই চারাগুলি তিন ইঞ্চি বড় হয়েছে। মৎস্য বিজ্ঞানী ও ফার্মের মালিক মনে করেন বছরখানেকের মধ্যেই মাছগুলি ২ কেজি-২.৫ কেজিতে পরিণত হবে। মৎস্য ফার্মের অংশীদার শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ১৯৮৩ সালে পুকুরে ইলিশ মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়ে প্রায় তিন বছর ধরে ইলিশ মাছ প্রতিপালন করলেও প্রজনন করাতে পারেননি। এরপর ২০১৬ সালের আই সি আর-এর কল্যাণী শাখার প্রধান মৎস্য বিজ্ঞানী দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আমাকে পুনরায় পুকুরে মাছ চাষের পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী গত বছরের শেষের দিক থেকে তিনটি পুকুর তৈরি করে। চলতি বছরের ৮ মার্চ দেবনারায়ণবাবু ও তাঁদের সহকর্মীরা হুগলি নদীতে ইলিশের প্রজনন করান। তারপর সেগুলি আমাদের পুকুরে নিয়ে এসে ছাড়েন। ইলিশ মাছের ছোট ছোট বাচ্চারা ৪ দিনের পর থেকে প্লাঙ্কটন খায়। আড়াই মাস পর এখন প্রায় এক আঙুল সমান হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা প্লাঙ্কটনের পাশাপাশি কৃত্রিম খাবার দিতে শুরু করেছি। আশা করি, আর কিছুদিনের মধ্যেই রুই, কাতলা বা অন্যান্য মাছের খাবার খেতে অভ্যস্ত হবে তারা। কেন্দ্রীয় সংস্থার কল্যাণী শাখার প্রধান বলেন, অন্যান্য মাছের সঙ্গে যে ইলিশ মাছ বেঁচে থাকতে পারে তা আমরা নিশ্চিত হয়েছি। সেই কারণে এই প্রথম পুকুরে ইলিশ মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও প্রজনন করার বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। ২০১২ সালে আমরা কয়েকটি চৌবাচ্চায় পরীক্ষা চালাই। এবারই প্রথম কোনও চাষীর হ্যাচারী বা পুকুরে ইলিশ মাছের চাষ হয়েছে। পুকুরে ইলিশ মাছ চাষ হলেও স্বাদে গন্ধে একই থাকবে বলে দাবি মৎস্য বিশেষজ্ঞদের। পুকুরে ইলিশ মাছ এবং বাঙালির হাতের মুঠোয় আসতে চলেছে সুস্বাদু এই মাছ। তাই খাদ্যরসিকরা বেশ খুশি এমন উদ্যোগে।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতের নাম গৌতম কাঁড়ি (৩২)। বাড়ি বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার প্রতাপপুর গ্রামে। জানা গেছে, বুধবার সকালে তিনি বাড়িতে থাকা কীটনাশক পান করেন। এরপর পরিবারের লোকে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই মেয়ে আছে।

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।